DSE-4

Q. সুমাত্রায় অবস্থিত শ্রীবিজয় সাম্রাজ্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

→ দঃপূঃ এশিয়ার দ্বীপ রাষ্ট্রগুলির ইতিহাসের প্রধান উপকরণ হল মূলত চীনা, আরবি, ও ফার্সি ভাষায় লেখা কাহিনী কিছু লেখ ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানসমূহ। এইসকল উপাদান সমূহ থেকে আমরা যে ঐতিহাসিক তথ্য পাই তা থেকে আমরা জানতে পারি যে দঃপূঃ এশিয়ার সুমাত্রায় এক সমুদ্র রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল যা সপ্তম থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত টিকেছিল। এখানকার রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল অনেক সহজসরল গ্রামীনকেন্দ্রিক জীবনধারা, সমুদ্রের সঙ্গে যোগাযোগ ও নদী উপত্যকার কৃষি ছিল এখানকার মূল বৈশিষ্ট্য। এখানে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তার পেছনে মালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখা যায়। প্রায় চতুর্থ শতকের দক্ষিণ চীন ও পশ্চিম এশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য শুরু হলে মালয় তাতে অংশগ্রহন করেছিল। এই বাণিজ্য বৃদ্ধির সাথে মালয় সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল। এই বাণিজ্যে মালয়ের মূল ভূমিকা ছিল পণ্যের সরবরাহকারী হিসেবে। এছাড়াও এই বাণিজ্যে মালয় পরিবহনের অন্যতম মাধ্যম ছিল। বাণিজ্য মালয়কে অতিরিক্ত ধনের বৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করেছিল। এই অতিরিক্ত ধন এক নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থার সূচনা করেছিল। এই রাষ্ট্রব্যবস্থার অংশ হিসেবে দঃপূঃ সুমাত্রায় মুসি নদীর উপত্যকায় একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। সপ্তম শতকের শেষদিকে পালেমবাঙ শাসকরা এই রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া শুরু করেছিল। সপ্তম শতকের শেষার্ধে এবং অষ্টম শতকের গোড়ার দিকে যেসকিছু ঐতিহাসিক উপাদান বিচার বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে পালেমবাঙকে নির্ভর করে শ্রীবিজয় রাজ্যের আবির্ভাব ঘটেছিল। এখানে একটি পিরামিড আকৃতির শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।

শ্রীবিজয় রাজ্যের ঐতিহাসিক উপাদান

[illegible] মালয়, সুমাত্রা, পশ্চিম উপকূলের জাভাতে প্রায় 500 বছর ধরে শ্রীবিজয় শাসন চলেছিল। নবম শতকের মধ্যভাগে শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের একজন রাজা ছিলেন শৈলেন্দ্র বংশীয় বালপুত্রদেব। তিনি নালন্দায় একটি বৌদ্ধবিহার তৈরি করেছিলেন। এই শৈলেন্দ্র বংশ প্রায় 100 বছর শ্রীবিজয়ের রাজশক্তি হিসেবে কাজ করেছিল। দশম শতকে শ্রীবিজয়ের উপর জাভার আক্রমন ঘটেছিল। প্রত্যুত্তরে 1016 খ্রি. শ্রীবিজয় জাভার রাজধানী ধ্বংস করেছিল। এইসময় আমরা দক্ষিণভারতের চোল রাজাদের সাথে শ্রীবিজয়ের একটি সংযোগ লক্ষ্য

করি যেখানে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে চোলদের আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে দেখি এবং 1025 খ্রি. চোলদের অভিযান দ্বারা শ্রীবিজয় রাজধানী লুন্ঠিত হতে দেখি। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে দশম ও একাদশ শতকে দক্ষিণভারতের শ্রীবিজয়ের সঙ্গে সাথে একটি কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে শ্রীবিজয় রাষ্ট্রের উৎপত্তির মূল কারন ছিল বানিজ্য তাই বিভিন্ন রাজশক্তি শ্রীবিজয়ের বানিজ্যের লোভে তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল, পশ্চিম মহাসাগর, জাভা সমুদ্র অঞ্চলে যে বানিজ্য সংঘটিত হত তার কেন্দ্রস্থল ছিল শ্রীবিজয়, জাভা এবং চোলদের নজর ছিল এই বানিজ্যের উপর তাই সময়ের শ্রীবিজয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বারা আক্রান্ত, লুন্ঠিত এবং কিছু সময়ের জন্য পরাধীনও হয়েছিল, জাভা এবং দক্ষিণভারত ব্যতীত শ্রীবিজয়ের প্রভাব রেখেছিল চীন সাম্রাজ্যের উপর সবচেয়ে বিরূপ প্রভাব দ্বাদশ শতক থেকে চীনে সামুদ্রিক বানিজ্য বৃদ্ধি পায় ফলে সুমাত্রার উপর আরও চাপ বৃদ্ধি ঘটেছিল, এই চাপ বৃদ্ধির ফলে শ্রীবিজয় রাজ্যের রাজকর্তৃত্বে ভাঙন ধরেছিল, ফলে মালয়ে একাধিক শাসকের উপস্থিতি দেখা যায় এই শাসকরা বন্দরগুলি বন্দরকে কেন্দ্র করে স্বাধীনভাবে চলত এবং শ্রীবিজয়ের মূল রাজশক্তিকে অগ্রাহ্য করে চীনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল।।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে আরো আঞ্চলিক শক্তির উত্থান হলে মালয় অবস্থিত শ্রীবিজয় শাসকদের স্বাধীনতা সীমিত হয়ে পড়ে, ত্রয়োদশ শতকে জাভা ও চতুর্দশ শতকে মাজাপাহিত (থাইল্যান্ড) শ্রীবিজয় শাসকদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, মালাক্কা প্রণালীতে অবস্থিত মালয় ও সুমাত্রা অঞ্চলের উপর এরা কর্তৃত্ব স্থাপন করতে চেয়েছিল, জাভা ও মাজাপাহিত শ্রীবিজয়ের রাজনৈতিক ঐতিহ্যের উপর আঘাত হেনেছিল, তারা মালাক্কা প্রণালীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির উপর আধিপত্য স্থাপনের প্রয়াস চালিয়েছিল, এই আধিপত্যের ফলশ্রুতি শ্রীবিজয় রাজ্যের পরিবর্তে মালাক্কা বা মেলাকা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়, পরমেশ্বর নামক এক রাজপুত্র হাতের এর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীবিজয়ের মতো মেলাকা অল্পদিনের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক বানিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয় এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের উপর মেলাকার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

দঃপূর্ব এশিয়ায় শ্রীবিজয় হল এক বড় বানিজ্যকেন্দ্র এর উত্থানের পেছনে ভৌগলিক অবস্থান বেশী দায়ী ছিল এখানকার মানুষজন নৌবিদ্যায় পারদর্শী ছিল আন্তর্জাতিক

দক্ষতাও ছিল, পরিবেশগত সুযোগকে তারা কাজে লাগিয়েছিলেন। শ্রীবিজয় ঐতিহ্য সুমাত্রা বা মালয়ে ছাড়িয়ে আরো প্রসারতা লাভ করেছিল।